Contents

সোনামণি প্রতিভা

২৯তম সংখ্যা
মে-জুন
২০১৮

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’ (বুখারী হা/৩৮)।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৯তম সংখ্যা
মে-জুন
২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
♦ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- হাদীছের গল্প ১৫
- ভ্রমণ স্মৃতি ১৭
- এসো দো'আ শিখি ২২
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৩
- কবিতাগুচ্ছ ২৪
- একটুখানি হাসি ২৬
- আমার দেশ ২৭
- রহস্যময় পৃথিবী ২৮
- সাহিত্যাঙ্গন ৩০
- দেশ পরিচিতি ৩১
- যেলা পরিচিতি ৩১
- আন্তর্জাতিক পাতা ৩২
- সংগঠন পরিক্রমা ৩২
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৪
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৭
- নীতিমালা ৩৯

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদকীয়

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির সেরা জীব। তাকে সৃষ্টি করে তিনি অসহায়ভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেননি। বরং প্রথম মানুষ হিসাবে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তিনি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য তাঁকে নবী হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। আল্লাহ্র দেখানো পথই হল ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সরল পথ। যে পথ আমাদেরকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশা দেয় এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। সে পথ আমাদেরকে যে কোন মূল্যে হক-এর উপর টিকে থাকতে ও তদনুযায়ী আমল করতে শিখায়।

পক্ষান্তরে শয়তানের দেখানো পথই হল 'জাহেলিয়াত' ও 'যুলুমাত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৪; বাক্বারাহ ২/২৫৭)* তথা মূর্খতা ও অন্ধকারের পথ। আল্লাহ ও তাঁর নবীর দেখানো পথ ব্যতীত যাবতীয় পথই শয়তানের পথ। যারা দুনিয়ার মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি চায়, তারা অহি-র পথ আঁকড়ে ধরে থাকে এবং শয়তানী ধোঁকা থেকে দূরে থাকে *(দিগদর্শন-২/৮ পৃ.)*।

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষের শিরা-উপশিরায় সর্বদা চলাফেরা করে ও তাকে আলোর পথ থেকে অন্ধকারের পথে পরিচালিত করতে চেষ্ঠিত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান থাকে'। একথা শুনে আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার নিকটেও কি শয়তান আসতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে আল্লাহ তার উপর আমাকে বিজয়ী করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে' *(মুসলিম হা/১৮১৫; মিশকাত হা/৩৩২৩)*। শয়তান মুমিনের ইবাদতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তাকে নেকী থেকে দূরে রাখতে সর্বদা তৎপর থাকে। ছালাতের মধ্যে ঢুকেও সে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরা হল 'খিনযাব' (শয়তানের একটি বিশেষ দল)। যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে এবং বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

এরূপ করাতে আল্লাহ আমার থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*।

বর্তমানে অধিকাংশ শিশু-কিশোরই শয়তানী প্ররোচনায় আলোর পথ থেকে ছিটকে পড়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। রাত জেগে লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে তারা চোখ ধাঁধানো টিভি সিরিয়ালে আসক্ত। খাতায় লিখে হাতের লেখা সুন্দর করা ও লেখাপড়া সংশ্লিষ্ট বাড়ীর কাজ তৈরির বদলে মোবাইল, ইন্টারনেট, টুইটার ও ফেইসবুক ইত্যাদিতে ম্যাসেজ লেখায় বেশী পটু। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের বদলে লারে লাপ্পার গান শোনায় বেশী মগ্ন। কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য চর্চার পরিবর্তে নাটক, নভেল ও উপন্যাস পড়তে বেশী আগ্রহী। ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার বদলে অপসংস্কৃতির প্রতি বেশী প্রলুব্ধ। শালীন ও ভদ্র পোশাকের পরিবর্তে অভদ্র, অর্ধনগ্ন ও অশালীন পোশাকে বেশী আসক্ত।

আজকের সোনামণি ও শিশু-কিশোররাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। একজন উদীয়মান তরুণকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার অর্থই হল পুরো সমাজকে আলোক দিকে ফিরিয়ে আনা। তারা ভালোর দিকে ফিরে এলে আগামী সমাজ ব্যবস্থার দৃশ্যপট বদলে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত সংগঠনের মাধ্যমে দ্রুত একাজ ফলপ্রসূ হতে পারে। একজন সোনামণিকে সৎপথ দেখানো ও সৎপথের দাওয়াত দেওয়া যেমন অত্যন্ত নেকীর কাজ, তেমনি তাকে অশ্লীল, মন্দ ও অন্ধকার পথ থেকে ফিরিয়ে আনাও প্রভূত কল্যাণের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ কোন নেকীর কাজের পথ দেখায় সে ঐ নেকীর কাজ সম্পাদনকারীর ন্যায় ছওয়াব পায়' *(মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯)*।

অতএব হে সোনামণি! তোমরা নিজ পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে ফিরে এসো। 'সোনামণি' সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অন্যকে এ পথে ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাও। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে পথে কবুল করুন-আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

শিরক

١. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

১. 'নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলে যে, মসীহ ঈসা হল আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেছিল হে বনু ইস্রাঈলগণ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমার রব ও তোমাদের রব। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

٢. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

২. 'নিঃসন্দেহে তারাও কাফের হয়ে গেছে, যারা বলে আল্লাহ তিন উপাস্যের একজন। অথচ এক উপাস্য (আল্লাহ) ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যদি তারা যা বলে তা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে' *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*।

٣. إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

৩. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

٤. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

৪. 'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথ কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*।

٥. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

৫. 'অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি (তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫-৬৬)*।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের আলো

শিরক

١. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ-

১. আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে মানব সকল! তোমরা শিরক থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম' *(আহমাদ হা/১৯৬২২)*।

٢. عَنْ مُعَاذٍ رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا-

২. মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর গাধার পিছনে ছিলাম। তাকে বলা হ'ত উফায়ির। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার কী? আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার হ'ল, তারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র প্রতি বান্দার অধিকার হ'ল, যে বান্দা আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না তাকে শাস্তি না দেওয়া' *(বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪)*।

٣. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ-

৩. উক্ববাহ ইবনু আমির জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৭৭১)*।

٤. عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ-

৪. জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট একদা এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'দু'টি অপরিহার্য বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/৯৩)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধ

মাহে রামাযান ও আমাদের করণীয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

রামাযান আরবী নবম মাস। এই মাসে ছিয়াম পালন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। ছিয়াম মানুষকে মুত্তাক্বী অর্থাৎ আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে। ছিয়াম মানুষের অতীতের পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হতে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। এই মাসের ক্বদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা (কুরআন) নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে *(ক্বদর ৯৭/১)*। তিনি আরো বলেন, এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে ছিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি কঠিন করতে চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

ছিয়াম : আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হতে বিরত থাকাকে ছওম বা ছিয়াম বলে।

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের

www.ahlehadeethbd.org

তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত করার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়ত করবে' *(বুখারী হা/১)*।

২. ইফতার গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণত খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর খেজুর না পেলে পানি দিয়ে করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তাহলে শুকনা খেজুর দ্বারাই ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করতেন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*।

৩. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*। ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফতারতু' দো'আটি 'যঈফ' হওয়ার কারণে এর উপর আমল করা যাবে না। তবে ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হল' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)*।

৪. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সূর্যাস্তের ৩/৪ মিনিট পরে আযান দিয়ে ইফতার করতে হবে। অথচ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। তাই আমাদের উচিত সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন' *(নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃ.)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, সময়ের আগে ইফতার গ্রহণ এবং সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করা যাবে না।

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়' *(বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২)*। বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক

www.ahlehadeethbd.org

জাগানোর নামে আযান ব্যতীত *(সাইরেন, বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি)* যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত *(ফাৎহুল বারী, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ, ২/১২৩-২৪)*।

৬. সাহারী গ্রহণ : সাহারী গ্রহণ করা সুন্নাত। এতে শরীর সতেজ থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধা বা পিপাসা অনুভূত হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারী গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা সাহারী গ্রহণ কর, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে' *(বুখারী হা/১৯২৩)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাবের (ইহূদী, খ্রিষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহারী খাওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)*। তবে সময়ের মধ্যে সাহারী গ্রহণ করতে হবে। ঘুম থেকে জাগতে দেরী হওয়ায় আযান শুরু হলে কোন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. গান-বাজনা ও অশ্লীলতা পরিহার করা : গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় বলে আল্লাহ তা'আলা এসব কাজের জন্য এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অতীব যন্ত্রণাদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*। আমাদের দেশে অনেক সোনামণি, তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ ছিয়াম রেখে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠান দেখে, অশ্লীল বই-পুস্তক ও উপন্যাস পাঠ করে থাকে, যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। বরং আমাদের উচিত ছিয়ামরত অবস্থায় বেশী বেশী অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৮. মিথ্যা কথা পরিহার করা : ছিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা পরিহার করা একান্ত যরূরী। জ্ঞাতসারে কখনোই মিথ্যা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচরণ ছাড়লনা, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। তবে ভুলবশত খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি ভুলবশত খায় বা পান করে, তবে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে খানাপিনা করিয়েছেন' *(বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/২৭৭২)*। (খ) যৌন সম্ভোগ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন

www.ahlehadeethbd.org

অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হয়, *(নিসা ৪/৯২; মুজাদালাহ ৫৮/৪)*। (গ) 'ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না' *(নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃ.)*। (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন *(নায়ল ৫/৩০৮-১১পৃ.)*। মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন *(নায়ল ৫/৩১৫-১৭)*।

১০. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাকা'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না। তিনি প্রথমে চার (২+২) রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার (২+২) রাকা'আত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/১১৪৮)*। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত যে একই এটাই তার বাস্তব দলীল। সুতরাং ১১ রাকা'আতের বেশী পড়া সুন্নাত বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতেন। কখনোই তাড়াহুড়ো করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সে কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতের রুকূ এবং সিজদা পূর্ণ করে না *(মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯৬৫, মিশকাত, হা/৮৮৫)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না' *(আহমাদ হা/১৫৮৪৮ মিশকাত হা/৯০৪)*। অতএব রাতের ছালাতসহ সব ছালাত ধীরস্থিরভাবে আদায় করা একান্ত উচিত।

১১. লায়লাতুল ক্বদর : লায়লাতুল ক্বদরকে আল্লাহ তা'আলা বরকতময়

www.ahlehadeethbd.org

রাত্রি বলেছেন, *(দুখান ৪৪/৩)*। কেন এটি বরকতময় তার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়' *(দুখান ৪৪/৪)*। এ রাত্রিটা কোন মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও সত্যপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রি হল রামাযান মাসে; কথিত শা'বান মাসে নয়। ক্বদর রাত্রিকে অন্যত্র 'মুবারক রাত্রি' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রজনীতে' *(দুখান ৪৪/৩)*।

১২. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে বলুন, যদি আমি ক্বদরের রাত্রি পাই, এতে আমি কী দো'আ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বলবে, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফূববুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর' *(তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১)*।

১৩. ই'তিকাফের গুরুত্ব : পবিত্র রামাযান মাসে অধিক ইবাদতের সুন্দরতম সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম হল 'ই'তিকাফ'। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন'। অতঃপর যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সে বছর বিশদিন ই'তিকাফ করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন *(বুখারী হা/১৯০২, ২০২৬; মিশকাত হা/২০৯৭)*।

১৪. ই'তিকাফ অবস্থায় করণীয় : ই'তকিাফ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে না। ই'তিকাফকারী গভীর মনোনিবেশের সাথে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ইবাদতে নিয়োজিত রাখবেন এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। এ সময় বেশী বেশী নফল ইবাদত যেমন ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ, তওবা ইস্তেগফার ইত্যাদি আমল করা যেতে পারে।

১৫. ফিৎরা : প্রত্যেক মুসলিমের উপর ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্য বস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন' *(বুখারী হা/৫০৩; মিশকাত*

www.ahlehadeethbd.org

হা/১৮১৫, ১৮১৬)। এক ছা' বর্তমান হিসাবে আড়াই কেজির সমান। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার যে প্রথা চালু আছে তা হাদীছ সম্মত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সোনা ও রূপার টাকা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো দিয়ে কখনোই তিনি ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করেননি। বরং খাদ্যবস্তু দ্বারা আদায় করেছেন। সুতরাং আমাদের ও উচিত খাদ্য বস্তু দ্বারাই ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা।

ঈদের দিনে করণীয় : ঈদের দিন আনন্দের পাশাপাশি মুসলমানদের কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১৬. খেজুর খাওয়া : ঈদুল ফিৎরের ছালাতের জন্য ঈদগাহের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন *(বুখারী হা/৯৫৩)*। উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না *(তিরমিযী হা/৫৪২; মিশকাত হা/১৪৪০)*। বরং তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন। আমাদেরও সেই সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত।

১৭. সজ্জিত হওয়া : পুরুষের জন্য সুন্নাত হল গোসল করে, সুন্দর পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হওয়া। মহিলারা সুসজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হবে না। বরং তারা পর্দা সহকারে বের হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তার অন্য বোন যেন তাকে স্বীয় চাদর পরিধান করায়' *(মুসলিম হা/২০৯৩)*।

১৮. ঈদগাহে গমন : ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন *(বুখারী হা/৯৮৬)*।

১৯. মহিলাদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সবাইকে ঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উম্মে আত্বিইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে' *(বুখারী হা/৩৫১; মিশকাত হা/১৪৩১)*।

২০. ঈদের মাঠে করণীয় : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল

www.ahlehadeethbd.org

আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন। (ঈদগাহে পৌঁছে) তিনি প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন, মুছল্লীরা তখন নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাছাই করতেন অথবা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতেন' *(বুখারী হা/৯৫৬; মিশকাত হা/১৪২৬)*। অতএব ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে প্রচলিত বক্তব্য প্রদান প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল।

২১. ঈদের তাকবীর : 'ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত, দ্বিতীয় রাকা'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)*। 'ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে কোন হাদীছ নেই' *(আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩৬-৫৬পৃ.; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা পৃ. ৩২-৩৩)*।

> ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর প্রতি ইখলাছ ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন আমল, ঐ পথিকের ন্যায়, যে বালু দিয়ে থলে ভরে, যা তার কোন উপকারে আসে না'
>
> *(আল-ফাওয়ায়েদ ৪৯ পৃ.)*।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৩য় কিস্তি)

৪. সহ-শিক্ষা বাতিল করা এবং বয়ফ্রেণ্ড ও গার্লফ্রেণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা :

শিশু-কিশোরদের প্রকৃত ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ার জন্য সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা একান্ত প্রয়োজন। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহ-শিক্ষার কারণে একটু একটু করে উভয়ের লজ্জা কমে যায়। পাশাপাশি বসে পড়ালেখা করা, চা-নাশতা করা, গল্প-গুজব ও খেলাধূলা করার মাধ্যমে একে অপরের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। বড় হলে পূর্বপরিচিতির সূত্র ধরে অবৈধ বন্ধুত্ব ও অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মেয়েদের বয়ফ্রেণ্ড ও ছেলেদের গার্লফ্রেণ্ড গ্রহণ করা যেন এ যুগের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে অসংখ্য কিশোর কিশোরী, যুবক-যুবতী অসৎ ও চরিত্রহীন বন্ধুদের সাহচর্যে এসে ইন্টারনেট ও ফেসবুকের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও নোংরামীতে লিপ্ত হচ্ছে। একারণেই অনেক শিশু-কিশোর ও যুবচরিত্র ঘুনে ধরা কাঠের আসবাবপত্রের মত ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষিত অনেক যুবক-যুবতীদের ইসলামী জ্ঞান না থাকায় এগুলোকে তারা পাপ কাজ মনে করে না। এসব সন্তানেরা এক সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আর্থিক

www.ahlehadeethbd.org

ও শারীরিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং পরকালেও এরা কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। মানব জীবন একাকী চলতে পারে না। পৃথিবীতে চলতে গেলে বন্ধু, সঙ্গী বা কল্যাণকামী অপরিহার্য। মহানবী (ছাঃ) নিজেও সঙ্গী-সাথী নিয়ে চলতেন। তাই উপলব্ধি করা যায় বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'বরং তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ আল্লাহই হলেন বন্ধু। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৎ ও অসৎ সাহচর্য সম্পর্কে যথাক্রমে আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আতর বিক্রেতা হয়তো এমনিতেই কিছু আতর দিবে অথবা তুমি কিছু ক্রয় করবে আর কিছু না হলেও আতরের সুগন্ধি পাবে। পক্ষান্তরে কর্মকার তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে। আর অন্য কিছু না হলেও অন্তত ধোঁয়ার দুর্গন্ধ তুমি পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০১০)*। এজন্য সন্তানকে সৎ সঙ্গী গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠার জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ 'আদর্শ এমন এক প্রহরী যা মানুষকে সারা জীবন সৎপথে চলতে শেখায়'।

৫. সকল প্রকার অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থেকে শিশু-কিশোরদের বিরত রাখার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা :

বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক, অবাধ মেলামেশা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। রোমান যাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামে প্রচলিত ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'ভালবাসা দিবস'-এর কোন ভিত্তি ইসলামে নেই। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুকে দিন-রাত চ্যাট করছে, ডেটিং করছে এবং উন্মুক্ত ব্যাভিচারে জড়িয়ে পড়ছে। মহান আল্লাহ সকল প্রকারের অশ্লীলতা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি আরও বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। পৃথিবী ধ্বংসের অন্যতম নিদর্শন হল ব্যভিচার বৃদ্ধি। ব্যভিচার বা যেনা এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মান-সম্মান, ইযযত-আবরুকে ধ্বংস করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মহা পাপ সমূহের মধ্যে অন্যতম হল ব্যভিচার' *(বুখারী হা/৪৪৭৭, ৪৭৬১; মুসলিম হা/৮৬)*। এ পাপে জড়িত তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীর জীবনে নেমে আসছে এইডস সহ নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি। দুনিয়াতে এরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলবে।

ভালবাসা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনের পারস্পরিক ভালবাসা আল্লাহ্র দান। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন *(আলে ইমরান ৩/১৪৩)*। আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি তারই সাথে থাকবে, সে যাকে ভালবেসেছে' *(তিরমিযী হা/২৩৮৫)*। মুমিনগণ আল্লাহকে ভালবাসে এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং অন্যান্য সকল মুমিনদেরকে ভালবাসে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি জন্য বন্ধুত্ব বা ভালবাসা গড়ে তোলে পরকালে তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র স্থায়ী ভালবাসা রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে সকল মানুষকে ভালবাসা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। স্কুল-কলেজ-মাদরাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের এ ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

৬. শিশু-কিশোরদের বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রশিক্ষণ দেওয়া অপরিহার্য :

আক্বীদা মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আক্বীদা নষ্ট ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। চেহারা, পোশাক ও লেখাপড়ার কোন গুরুত্ব নেই যদি তার আক্বীদা বিশুদ্ধ না হয়। মনের বদ্ধমূল ধারণাকে আরবীতে আক্বীদা বলা হয়। আক্বীদার বহুবচন আকাইদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছয়টি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে আক্বীদা বলা হয়। আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতাগণের উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর, নবী-রাসূলগণের উপর, পরকালের উপর এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান ও আক্বীদা বলে। আল্লাহ বলেন, '(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। আক্বীদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা গ্রহণ করা।

[চলবে]

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের গল্প

নেক আমলের অসীলা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর।' *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা' শব্দের অর্থ নৈকট্য লাভ করা। শারঈ পরিভাষায় অসীলা হচ্ছে নেক আমলের মাধ্যমে প্রভুর নৈকট্য অন্বেষণ করা এবং ঈমান ও ভাল আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ করা। আল্লাহ্র পবিত্র নাম, তাঁর গুণাবলী ও নেক আমলের অসীলা গ্রহণ শরী'আত সম্মত। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর উত্তম নামসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তোমরা সেই নামে তাঁকে ডাক *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে সৎ আমলের অসীলা গ্রহণ করে আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাদের দো'আ কবুল করেন এবং তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তখন পাহাড় হতে একটি প্রকাণ্ড পাথর গুহার মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্মরণ কর যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সেই কাজকে অসীলা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম তখন তাদের জন্য দুধ দহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে দুধপান করানোর আগেই প্রথমে আমার পিতামাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণভূমি আমাকে দূরে নিয়ে চলে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম; কিন্তু আমি প্রতিদিনের মত দুধ দহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম। পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভাল মনে করলাম না এবং তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়র নিকট কাঁদছিল। অবশেষে আমার ও তাদের অবস্থা ভোর পর্যন্ত এভাবেই রইল। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে,

www.ahlehadeethbd.org

একাজটি আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছি তাহলে এতটুকু পথ ফাঁকা করে দিন যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ (তার দো'আ কবুল করেন এবং) পাথরটিকে এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি অত্যধিক ভালবাসতাম যতটা পুরুষরা মহিলাদেরকে ভালবাসতে পারে। আমি তার সাথে গোপনে মিলিত হতে চাইলাম। সে তা অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তাকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করি। আমি জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে একশত দীনার সংগ্রহ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং মোহর খুলো না (আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না)। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন, এ কাজটি আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে এর অসীলায় আমাদের জন্য পথ মুক্ত করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাথরটির আরও কিছু অংশ সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক ফরক পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। যখন সে তার কাজ সম্পাদন করল তখন বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা পেশ করলাম। সে তা ফেলে চলে গেল। অবশেষে আমি এটাকে চাষাবাদে লাগালাম এবং (বাড়াতে বাড়াতে) এর দ্বারা অনেকগুলো গরু ও রাখাল জোগাড় করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল, আমার উপর অবিচার কর না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো এবং এর রাখাল সমূহ নিয়ে যাও। সে বললাম, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাথে ঠাট্টা কর না। আমি বলল, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরুগুলো এবং উহার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। অতঃপর সে ঐগুলি নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন এই কাজটি আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তবে এর অসীলায় পাথরের বাকী অংশখানি সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরের বাকী অংশটুকু উন্মুক্ত করে দিলেন' *(বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪৯৩৮)*।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অসীলা তিন ধরনের

১. শরী'আত সম্মত অসীলা যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

২. **নিষিদ্ধ অসীলা :** মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে তার নিকট দো'আ করা। বড় বড় খানকা ও মাযারে গিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

তথাকথিত মৃত পীরবাবা, অলী, দরবেশ ও বুযুর্গদের নিকট প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন কিছু চাওয়া এবং নযর নেওয়ায পেশ করা। তাদের কাছে রোগমুক্তি, পার্থিব উন্নতি ও পরকালীন মুক্তি, সন্তান লাভ, চাকুরী লাভ ও পদোন্নতি, ভোটে জয়লাভ ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা। এগুলো বড় শিরক যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ 'আর তুমি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না যে তোমার ভাল ও মন্দ করতে পারবে না। যদি তুমি এরূপ কর তাহলে তুমি অবশ্যয় যালিমদের অন্তর্ভক্ত হবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*।

১. বিদ'আতী অসীলা : যদি কোন ব্যক্তি বলে হে প্রভু! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মর্যাদার অসীলায় আমাকে নিরাময় দান করুন। এটা স্পষ্ট বিদ'আত। তবে আমরা পার্থিব ব্যাপারে জীবিত লোকদের নিকট থেকে শাফা'আত বা সুপারিশ গ্রহণ করতে পারি *(নিসা ৪/৮৫)*।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হয়ে নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিলের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ভ্রমণ স্মৃতি

সুন্দরবন ও কুয়াকাটায় দু'দিন

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী।

'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(আনকাবূত ২৯/৩০)*। উক্ত আয়াতকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গল ও বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছিল সুন্দরবন, বাগেরহাট, কুয়াকাটা ও পটুয়াখালীতে। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে উক্ত সফরে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম।

যারা এ সফরে ছিলেন :

মারকাযের শিক্ষকদের মধ্যে আবাসিক প্রধান শিক্ষক নযরুল ইসলাম, হাবীবুল্লাহ ও হাফেয মশিউর রহমান। অন্যদের মধ্যে ছিলেন বোর্ডিং সুপার আরীফুল ইসলাম। সব মিলিয়ে মারকাযের ৬৩ জন এতে অংশগ্রহণ করে।

সফরের বর্ণনা :

নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সোমবারের পূর্বেই রবিবার বাদ এশা 'আহলেহাদীছ

www.ahlehadeethbd.org

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও মারকায পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমাদের নিয়ে 'মারকায'-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে বসেন। অতঃপর তিনি কিছু নছীহত ও নিজের সফরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমরা ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে কুয়াকাটায় যাওয়ার পথে ও সেখানে গিয়ে দোকানে দোকানে আমাদের 'পরিচিতি' বিলি করেছিলাম। তোমরাও 'আন্দোলন'-এর পরিচিতি বিলি করার চেষ্টা করবে। এ শিক্ষা সফর যেন একই সাথে দাওয়াতী সফর হয়। তোমাদের আচরণ যেন সুন্দর হয়। কারণ তোমরা মারকাযের ছাত্র। উল্লেখ্য যে, সোমবার আমীরে জামা'আত বগুড়ায় এক জানাযায় যাবেন বিধায় আমরা আগের দিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেই। অতঃপর আমরা তাঁর কাছ থেকে দো'আ নিয়ে পরের দিন সোমবার রাত পৌনে ১০-টায় 'সুমন স্পেশাল' বাসে সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। আমাদের সফরের 'আমীর' ছিলেন মারকাযের আবাসিক প্রধান শিক্ষক নযরুল ইসলাম। আমরা যশোর আরবপুর বাজার সংলগ্ন এক মসজিদে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করি। ছালাত শেষে ইমাম ছাহেব যোরে আমীন শুনে ও এতগুলো আহলেহাদীছ দেখে একটু চমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? সফরে এসেছ? মুছল্লীরা আমাদের দিকে এতই তাকাচ্ছিল যেন আমরা দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছি। তারা আপোষে বলাবলি করল যে, এরা লামাযহাবী। অতঃপর সেখান থেকে আমরা বাগেরহাটের মোংলা পোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

১. সুন্দরবান :

আমরা খুলনা থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা পোর্টে পৌঁছালাম সকাল সাড়ে ৮-টায়। সেখানে সকালের নাশতা সারি ও পোশাক পরিবর্তন করি। ইতিমধ্যেই ট্রলার ঠিক করা হয়। অতঃপর আমরা মংলা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত করমজলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। প্রচুর স্রোতে আন্দোলিত পশুর নদীর পানিরাশিকে ভেদ করে বিভিন্ন জাহায, স্টিমার দেখতে দেখতে প্রায় ১ ঘণ্টা পর আমরা সুন্দরবন করমজল পয়েন্টে পৌঁছি। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সুন্দর বনের আয়তন ৬.০১.৭০০ হেক্টর ও এটা বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা যেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২টি যেলা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত। আমরা প্রথমে ঢুকতেই দেখলাম একটা বড় মানচিত্র যেটা সুন্দরবন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা দেয়। শুধু তাই নয় কুমিরের ডিমও দেখলাম। এরপর চললাম কাঠের তৈরী রাস্তায় যা বনের মধ্যে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে আঁবাকাঁকা প্রায় দেড় কি.মি.। এটি সুন্দরী কাঠের হাঁটাপথ যাকে বলে 'মাঙ্কি ট্রেইল'।

www.ahlehadeethbd.org

ট্রেইলে উঠে চলতে গিয়ে দেখি অনেক ঘন বন। যেতে যেতে আমরা একটি 'ওয়াচ টাওয়ার' দেখে সেখানে উঠে একটু আনন্দ উপভোগ করি। সেখানে উঠে আমরা সুন্দরবনের দৃশ্যাবলী আবলোকন করি। ওখান থেকে পুরা সুন্দরবন মনে হচ্ছে সবুজের চাদরে ঢাকা। উল্লেখ্য যে, সুন্দরবনের করমজল পয়েন্টে বাইন, সুন্দরী, ও কেওড়া গাছের সংখ্যা বেশী। কিছু গোলপাতা গাছও আছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, গাছের নাম সুন্দরী হলেও দেখতে খুব সুন্দর নয়। যদিও তার কাঠ খুব মূল্যবান। অতঃপর আমরা চলতে চলতে ট্রেইলের পশ্চিম পাশের শেষ মাথায় হরিণ ও কুমিরের প্রজনন কেন্দ্র দেখলাম। সামনেই ছিল অনেকগুলো চৌবাচ্চা। এর কোনটিতে আছে কুমির ছানা। কোনটিতে আছে মাঝারি আকৃতির আবার কোনটিতে আছে বড় আকৃতির লোনা পানির কুমিরের বাচ্চা। তারপর একেবারে দক্ষিণ পাশে দেয়াল বেষ্টিত বড় পুকুরে ছাড়া আছে রোমিও, জুলিয়েট, ও পিলপিল নামের ৩ রকম কুমির। কুমিরের পাশে চিত্রা হরিণ ও তার পাশে আছে বানরের খাঁচা। পর্যটকদের সুবিধার্থে এখানে গাছের উপর নামফলক দেওয়া আছে। যাহোক আমরা পুরা এরিয়া ঘুরলাম, নাশতা করলাম। অতঃপর ট্রলার যোগে মংলায় ফিরলাম। সেখানে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকাল ৪-টায় বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, খানজাহান আলীর মাযার ও দীঘি দেখতে রওয়ানা হলাম। পথে চোখে পড়ল যে, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলছে। আরও দেখলাম গ্যাসের পাওয়ার স্টেশন ও সিমেন্ট কারখানা। কিছুক্ষণের জন্য আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদে পৌঁছলাম যেটা ১৫ শতাব্দীতে খান জাহান আলী তৈরী করেছেন। তারপর সেখানে যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও কছর করলাম। জানতে পারলাম যে, উক্ত মসজিদে গম্বুজ ভিতর ও বাইরের কোণা মিলে ৮১টি, পিলার ৬০টি, মেহরাব ১০টি ও কাতার আছে ২১টি। এখানে একসাথে তিন হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে মহিলাদের জন্য পৃথক ছালাতের ব্যবস্থা। মূলত মসজিদটি চুন, সুরকি, কাল পাথর ও পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

আমরা মসজিদের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা দীঘি দেখলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে খানজাহান আলীর মাযারে গেলাম। সেখানে কবরে মানুষের উপাসনা করার ভিড় লক্ষ্য করলাম। কেউ করছে মুনাজাত, কেউবা ছালাত পড়ছে। আরও লক্ষ্য করলাম যে, নারী

www.ahlehadeethbd.org

ও পুরুষ ঐ মাযারের পাশে অবস্থিত বিশাল দীঘিতে একসাথে গোসল করারও ব্যবস্থা আছে। নাঊযুবিল্লাহ। অতঃপর আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ৫-টায় কুয়াকাটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

২. কুয়াকাটা :

আমরা সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। তবে আমরা মাঝখানে ছালাত ও খাওয়া-দাওয়া বরিশালের এক হাফেযী মাদরাসায় সেরে নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয় যাওয়ার পথে আমার জীবনে সম্ভবতঃ ৩য় বার ও কারো ১ম বার ও করো ২য় বারের মত দু'জায়গায় ফেরি পার হলাম। প্রথমটি হল বেকুটিয়া, অপরটি হল লেবুখালী। বিশেষ করে আমার ঘনিষ্ট বন্ধু হাফেয মশিউর রহমান ও ছাত্র নাবীল, রিফায়াহ, ইয়াসীন ও সানজিদ সহ অনেকেই ফেরী দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। কারণ তারা নৌকায় মানুষ ও মালামাল দেখেছেন, কিন্তু বাস-ট্রাক দেখেননি। অতঃপর আমাদের বাস পথ চলতে চলতে রাত ৩-টায় দুলতে দুলতে থেমে গেমে গেল সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতীক সাগরকন্যা কুয়াকাটায়।

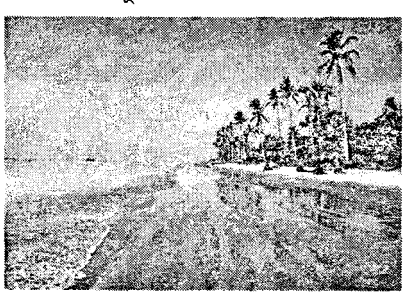

তার পর আমরা সাগর পাড়ে দাঁড়ালাম। ঘুম ঘুম ভাব সত্ত্বেও আমি আস্তে আস্তে বাস থেকে নেমে সাগর তীরে দাঁড়িয়ে রাতের সাগরের কলকল ধ্বনি শোনার ও থমথমে নীরব দৃশ্য দেখার যে প্রশান্তি, তা শিরায় শিরায় উপলব্ধি করলাম। অতঃপর ফজরের ছালাত শেষে আমরা ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ৩ কিলোমিটার প্রস্থ বিস্তৃত কুয়াটাকা সমুদ্র সৈকতের জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পূর্বে পুরাতন ঝাউবন ও নারিকেল বাগান পাড়ি দিয়ে গঙ্গামতির চরে গিয়ে সূর্য উদয় দেখলাম। উল্ল্যেখ্য যে, কুয়াকাটা এমন একটি সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়টি দেখা যায়। আসলে এখানে সূর্য উদয়ের বৈশিষ্ট্য হল সূর্যটা দেখে মনে হয় যেন তা সাগরের নীচ থেকে উঠছে। এভাবে আমরা সূর্যোদয় দেখে নৌকায় একটা ছোট খাল পার হয়ে ১ম দফায় ভাড়া মোটর সাইকেলে চলতে চলতে দেখলাম গঙ্গামতির চর, যেখানে গরু ছাগল পালন করা হয়। তারপর কাউওয়ার চর। যেখানে শুধু গাছ আর গাছ। তারপর লাল কাঁকড়ার চর। সেখানে পুরো চরে শুধু লাল কাঁকড়া আর কাঁকড়া। এরপর দেখলাম নতুন ঝাউবন। সেখানে আমি ও হিফয বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক সহ অনেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে খুব মজা করলাম। তারপর আমরা দেখলাম মিষ্টি পানির কূপ, রাখাইন পল্লী। যারা মূলত এদেশের অধিবাসী নয়। সেখানে আছে বৌদ্ধ বিহার যেখানে রয়েছে

www.ahlehadeethbd.org

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি। অতঃপর এখানে সকালের নাশতা সেরে জিরো পয়েন্টে এমন কূপ দেখলাম যাকে কেন্দ্র করেই কুয়াকাটা নাম রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কুয়াকাটায় মোট ৩টি কূপ আছে। শুধু তাই না সেখানে দেখলাম জনশ্রুতি মতে ১৭ বা ১৮ শতকের তৈরি বিধ্বস্ত নৌকার ধ্বংসাবশেষ, যা এই সমুদ্রাংশে পাওয়া গেছে।

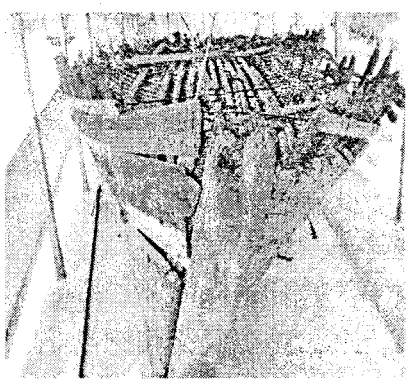

আমরা সাগরে গোসল ও খেলায় মেতে উঠি। মজার ব্যাপার হল ইতিপূর্বে ২ বার সমুদ্রে যাওয়ার সুযোগ হলেও এই প্রথম আমি সমুদ্রে গোসল করার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। অতঃপর আমরা স্পীড বোটে ভ্রমণ, যোহরের ছালাত ও খাওয়ার-দাওয়ার পরে আবার ২য় দফা মোটর সাইকেল যোগে আরও কয়েকটি স্পটে যাই। প্রথমেই দেখলাম শুঁটকি পল্লী, যেখানে শুধু পচা গন্ধ আর গন্ধ। পরে দেখলাম লেবুর চর। সেখানে যাওয়ার পথে অনেক ঝিনুক পড়ে থাকতে দেখি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, লেবুর চর নাম হলেও সেখানে একটিও লেবু গাছ নেই। এরপর গেলাম ফাতরার বন যা সুন্দর বনের পশ্চিম অংশ। সবশেষে দেখলাম 'আন্দার মানিক' 'পায়রা' আর 'শিব বাড়িয়া' এই তিন নদীর মোহনা। বিস্ময়ের কথা হল তিন নদীর পানি কেউ কারও সাথে মিশে না। আমরা আবার জিরো পয়েন্টে ফিরে ঘোড়ায় চড়ে সী-বিচটা ঘুরে দেখলাম। তারপর ওখান থেকে সূর্যাস্ত দেখলাম। মনে হচ্ছিল সূর্য বুঝি সাগরের মধ্যে ডুবে গেল। মাগরিবের পর কিছু কেনাকাটা ও নাশতা করে রাত সাড়ে ৯-টায় কুয়াকাটা ছেড়ে মারকাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আসার পথে ফরিদপুরে ৩ ঘণ্টা ও কুষ্টিয়ায় ২ ঘণ্টা রোড জ্যামের কারণে প্রায় ৭ ঘণ্টা দেরি করে বিকাল ৪.১৫ মিনিটে রাজশাহী মারকাযে পৌঁছি।

পরিশেষে বলব, মনুষ্য সৃষ্ট দৃশ্য ও আল্লাহ সৃষ্ট দৃশ্যের মধ্যে আসমান-যমীন ফারাক। কারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য যতবারই দেখা যাক প্রতিবারেই যেন তা নতুন রূপ ধারণ করে। আল্লাহ যে মহান শিল্পী তা সফরে গেলেই বুঝা যায়। তিনি শুধু মানুষকে নয় গাছপালা ও জীবজন্তুকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ সফরে যেয়ে আল্লাহ যে বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা তাঁর হুকুম মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

২১. (ক) পিতামাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا (الإسراء ٢٤)-

'রব্বীরহাম্হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছাগীরা' (হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন)' *(ইসরা ১৭/২৪)*। কুরআনের আয়াত হওয়ার কারণে দো'আটি সিজদায় পড়া যাবে না। তবে শেষ বৈঠকে দো'আয়ে মাছূরাহ্র পরে পড়া যাবে।

(খ) ঋণদাতা (বা যে কোন দাতার) জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ تَعَالَى فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *'বা-রাকাল্লা-হু তা'আলা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা'* (মহান আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন) *(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)*।

উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত দো'আ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ (أَوْ فِيْكُمْ) *'বা-রাকাল্লা-হু ফীকা* বা *ফীকুম'* সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী-দালায়েলুন নবুওয়াত, মিশকাত হা/১৮৮০; সনদ যঈফ, 'যাকাত' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৫)*।

(গ) নিজের জন্য দো'আ [সোলায়মান (আঃ)-এর দো'আর ন্যায়] :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ- (النمل ١٩)-

উচ্চারণ : *'রব্বে আওঝি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলাইয়া, ওয়া 'আলা ওয়ালেদাইয়া, ওয়া আন আ'মালা ছ-লেহান তারযা-হু, ওয়া আদখিলনী বি রাহমাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছ-লেহীন।*

অনুবাদ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

(ঘ) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর নিজের ও সন্তানদের কল্যাণের জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- (الأحقاف ١٥)-

উচ্চারণ : *'রব্বে আওঝি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতি আন'আমতা 'আলাইয়া, ওয়া 'আলা ওয়া-লেদাইয়া, ওয়া আন আ'মালা ছ-লেহান তারযা-হু, ওয়া আছলিহ লী ফী যুররিইয়াতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা, ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন'।*

অনুবাদ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি কল্যাণ দান কর। যথার্থভাবেই আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম এবং যথার্থই আমি তোমার একান্ত আজ্ঞাবহদের একজন' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই দো'আ আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) করেছিলেন, যখন তিনি ৪০ বছর বয়সে ঊপনীত হন। ফলে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যার সকল সন্তান ও পিতা-মাতা (পরবর্তীতে) ইসলাম কবুল করেছিলেন' *(কুরতুবী)*। উল্লেখ্য যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে বয়সে দু'বছরের ছোট ছিলেন।

২২. (ক) কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা আহ্লিহা ওয়া খায়রা মা ফীহা। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি আহলিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা।*

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার মন্দ সমূহ হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫৯)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৯৫-২৯৭)*।

গল্পে জাগে প্রতিভা

অহংকারী মোরগ

হাবীবুল্লাহ, ৮ম শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

একদিন দু'টি মোরগের মাঝে কঠিন ঝগড়া শুরু হল। একে অপরকে ঠোকরাতে লাগল। তাদের মধ্যে শক্তিশালীটি দুর্বলটিকে পরাস্ত করত। চেহারাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। অতঃপর দুর্বলটি ঘরের এককোণে আশ্রয় নিল, যাতে শক্তিশালীটির দৃষ্টিগোচর না হয়। সে তার দুর্বলতা ও অল্পশক্তিকে স্বীকার করল। শক্তিশালী মোরগটি বিজয়ী ভেবে ঘরের ছাদে আরোহণ করল এবং একপাশ থেকে অন্য পাশে যেতে লাগল। সে বিজয়ের খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল এমনভাবে যেন অহংকারে ফেটে পড়বে। এমন সময় তার মাথার উপার দিয়ে যাচ্ছিল এক শকুন। সে মোরগকে দেখে আস্তে করে নিচে নেমে এসে উঁচু গলা টিপে ধরল। দুর্বল মোরগটি একটু হেসে বলল,

শক্তির অহংকার করলে আমার কাছে হাই,
এখন তোমার কি হবে একটু চিন্তা কর ভাই।

শিক্ষা :

১. *অহংকার পতনের মূল।*
২. *শক্তির জোরে কারো প্রতি অন্যায়ভাবে আঘাত করা যাবে না।*

www.ahlehadeethbd.org

ঠকানোর ফল

মুবাশ্বিরুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একগ্রামে বাস করত এক কৃষক ও তার ছেলে। কৃষক পেয়ারা চাষ করত এবং তার ছেলে পেয়ারা বিক্রি করত। ছেলেটি ছিল খুব ধূর্ত। গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে সে বিক্রয়ের সময় ভাল ভাল পেয়ারাগুলো বস্তার উপরে রাখত এবং খারাপগুলো বস্তার নিচে রেখে ক্রেতাকে ঠকিয়ে বিক্রি করত। এভাবে সে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করল। সে তার বাবাকে বলল, আমাকে পাঁচ কাঠা জমি কিনে দিন। তার বাবা তাকে সে টাকা দিয়ে জমি কিনে দিল। সে তাতে পেয়ারা চাষ করে। পেয়ারা গাছে পেয়ারা ধরলে সে তা বিক্রি করে। কিন্তু একদিন রাতে, খুব ঝড় হল। তাতেই পেয়ারা গাছগুলো ভেঙ্গে উপড়ে গেল। সকালে প্রতিদিনের ন্যায় সে গাছ দেখতে গেল। দেখল যে, গাছগুলো নেই। কারণ ভাঙ্গা গাছগুলো অন্যেরা নিয়ে চলে গেছে। সে ঠকানোর ফল বুঝল এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইল।

শিক্ষা :

১. *অন্যকে ঠকালে নিজেকেও ঠকতে হয়। তাই ঠকানো থেকে বিরত থাকা উচিত।*

সোনামনি
একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

কবিতাগুচ্ছ

সময়ের মূল্য

হাবীবুল্লাহ, ৮ম শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ
কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

খেলায় মজিয়া মোরা
কাটাবনা বেলা
সময়ের প্রতি কভু
করিবনা হেলা।
সময় চলে গেলে
আসবে না আর ফিরে
সৎ পথে চলব মোরা
নির্ধারিত সময় ঘিরে।
জাপান জার্মান আজ
পেয়েছে বিশ্বে মর্যাদা
সময়ের মূল্য দিয়ে তারা
হয়েছে বিশ্ব সেরা।

দ্বীন

ত্বায়্যেবা জান্নাত মালিহা
দরগাপাড়া, রাজশাহী।

এক, দুই, তিন,
কায়েম করব দ্বীন।
চার, পাঁচ, ছয়,
মোদের কিসের ভয়।
সাত, আট, নয়,
মোদেরই হবে জয়।
দশ, এগার, বার,
হাতে হাত ধর।
তের, চৌদ্দ, পনের,
রাগ না করো।
সতের, আঠারো, ঊনিশ,
দ্বীনের কাজ করিস।
দুই-এ শূন্য বিশ,
অলসতা ত্যাগ করিস।

www.ahlehadeethbd.org

ছিয়াম

নাজমুন্নাহার, কুল্লিয়া শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রতি বছরের মত রামাযান এলো মোদের মাঝে
ছওয়াবের আশা থাকবে মোদের সকাল ও সাঁঝে।
আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে যদি একটি ছিয়াম হয়
জান্নাতে যাবো মোরা নেইকো কোন ভয়।
ছিয়াম রেখে বেশী বেশী দান-ছাদাকা করব
পরকালে স্বর্ণচূড়াই ইনশাআল্লাহ চড়ব।
ছিয়াম রেখে কোন রকম মিথ্যা কথা নয়
অন্যায় থেকে বিরত থাকব বাস্তব যেন হয়।
ছিয়াম রেখে খালেছ মনে দো'আ করতে হবে
জীবনের পাপগুলো মোচন হবে তবে।
সারাদিন না খেয়ে থাকা এটা কঠিন নয়
ধৈর্য ধারণ করলে মোদের হবেই হবে জয়।
ইফতার করার জন্য যখন খাবার নিয়ে বসি
এই ধৈর্য দেখে প্রভু হয় যে অনেক খুশি।
ছিয়াম যদি হয় মোদের মহান প্রভুর তরে
খুশি হয়ে আমলনামা নিজ হাতে দিবেন ভরে।

ইচ্ছা

রাক্বীবুল ইসলাম
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

এই ভুবনে আমাদের গুণে
সুরোভিত হোক সারা প্রান্তর,
দিনে দিনে এই জীবনে
নিপাত যাক যত বর্বর।
আল্লাহ্র কথা হাদীছের পাতা
আমাদের চলার হাতিয়ার,
মোদের কাম্য সবার কাম্য
কাঁধে কাঁধ মিলে হব এক সার।
প্রভুর দয়ায় নেই সংশয়
বিজয়ী হব এই ধরাতে,
ঈমানের টানে আল্লাহ্র শানে
কুণ্ঠিত হবনা জীবন দিতে।

আলোর পথের পথিক

সুমাইয়া, কুল্লিয়া প্রথম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি তুমি মিষ্টভাষী
আলোর পথের পথিক
উদ্দীপ্ত বলিয়ানে বলিষ্ঠ তুমি
জীবন তোমার সঠিক।
ইলম অর্জনের ধারক তুমি
ফুটাতে জ্ঞানের আলো
আলোকিত হবে এই ধরণী
দূর হবে সব কালো।
চেষ্টা তোমার অফুরন্ত
জ্ঞান অর্জনের দ্বারে
তাই অজ্ঞতা আজ সমাজ থেকে
কমাও অধিকহারে।
তোমার এই প্রচেষ্টা চলবে জীবন ভর
আল্লাহ তোমার সাথে আছেন
নেই তো তোমার ডর।

আল্লাহ মহান

তাসনীম তাবাসসুম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মিটি মিটি তারা জ্বলে রাতের কোলে,
তারই মাঝে চাঁদ যেন প্রদীপ জ্বলে।
কল কল নদী বয় স্রোতের টানে,
সাদা বক ডানা মেলে সুদূর পানে।
নীল ঐ আকাশে ভাসে মেঘের ভেলা,
উড়ে চলেছে পাখিদের মেলা।
বাগানে ফোটে ফুল রাশি রাশি,
মাঠ ভরা সবুজ ফসলের হাসি।
সোনামণি বলতো কে?
যার মহিমায় গড়া তামাম জাহান
তিনি আর কেউ নন,
আমাদের সবার প্রভু আল্লাহ মহান।

www.ahlehadeethbd.org

প্রার্থনা

সুমাইয়া ইসলাম, শিক্ষিকা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভোরের আকাশে রং, যে কোনো সৃজন
করোনি প্রভু তুমি বৃথা,
শান্ত সকালের শিশিরের মত করে
দাও ঢেলে জ্ঞানের সুধা।
রাব্বি যিদনী ইলমা
প্রভু হে! মেধাকে কর তুমি শানিত,
পবিত্রতার ভীড়ে প্রাণকে তুমি
করে দাও অনুপ্রাণিত!
শির যেন করি নত তোমার কাছে,
তোমায় যেন না ভুলি ভুবন মাঝে।
আমার সুহৃদ তুমি, তুমি বিপদে,
আসে যত বাধা-ঝড় চলার পথে
নীরব মনের প্রভু সব ভালবাসা।
দরূদ হাযার প্রভু তোমার প্রিয়তে,
সুপথের ছায়ানীড় দাও আমাতে!
সত্ত্বাকে পূত কর, কর সুদীপ্ত,
জাগাও আমার হৃদ, যে আজোও সুপ্ত।
অটল রেখ আমায় জান্নাতের পথে,
ঐ পথে যাবো হেসে স্বর্গীয় রথে।

১. 'সকল কাজে সর্বদা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে ও তাঁর কাছেই বিনিময় চাইতে হবে'

২. 'সংস্কারের প্রধান বিষয় হল মানুষের ব্যক্তিগত আক্বীদা ও আমল'

৩. 'ঈমানী বন্ধন দুনিয়াবী বন্ধনের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী'

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এ ক টু খা নি হা সি

সর্বনাশ

শাহরিয়ার ছাদিক, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

২য় বন্ধু : কোন প্রশ্নই কমন পড়েনি। তাই সাদা খাতা জমা দিয়ে এসেছি।

১ম বন্ধু : হায় সর্বনাশ! আমিও তো সাদা খাতা জমা দিয়েছি। স্যার তো মনে করবেন, আমি তোমার নকল করেছি।

শিক্ষা :

লেখাপড়া না করে পরীক্ষা দিতে গেলে সর্বনাশ হবে। তাই ভালভাবে লেখাপড়া করতে হবে।

মিথ্যার পরিণতি

আবুবকর ছিদ্দীক, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছেলে : আচ্ছা মা, তোমার চুল এত সাদা কেন?

মা : ছেলেমেয়ে দুষ্ট হলে বাবা-মায়ের চুল এমনি এমনি সাদা হয়ে যায়।

ছেলে : তাই, এ জন্যই তো নানির মাথার চুল আরো বেশী সাদা।

শিক্ষা :

১. সোনামণিদের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না।

২. শুধু বয়সের কারণে নয়, অনেক সময় রোগের কারণেও চুল সাদা হয়ে যায়।

www.ahlehadeethbd.org

আমার দেশ

ঐতিহাসিক তারা মসজিদ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

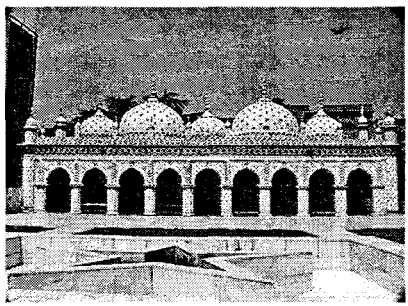

তারা মসজিদ পুরানো ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত সড়কে অবস্থিত। সাদা মার্বেলের গম্বুজের ওপর নীলরঙা তারায় খচিত এ মসজিদ নির্মিত হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে। মসজিদের গায়ে এর নির্মাণ-তারিখ খোদাই করা ছিল না। জানা যায়, আঠারো শতকে ঢাকার 'মহল্লা আলে আবু সাঈদ'-এ (পরে যার নাম আরমানিটোলা হয়) আসেন জমিদার মির্যা গোলাম পীর (মির্যা আহমাদ জান)। ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি মীর আবু সাঈদের নাতি ছিলেন তিনি। মির্যা গোলাম পীর এ মসজিদ নির্মাণ করেন। মির্যা ছাহেবের মসজিদ হিসাবে এটি তখন বেশ পরিচিতি পায়। ১৮৬০ সালে মারা যান মির্যা গোলাম পীর। পরে ১৯২৬ সালে, ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী আলী জান বেপারী মসজিদটির সংস্কার করেন। সে সময় জাপানের রঙিন চিনি-টিকরি পদার্থ ব্যবহৃত হয় মসজিদটির মোজাইক কারুকাজে। এছাড়াও মসজিদের দেয়াল ফুল, চাঁদ, তারা, আরবী ক্যালিওগ্রাফিক লিপি ইত্যাদি দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোঘল স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব রয়েছে এ মসজিদে। ঢাকার কসাইটুলীর মসজিদেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, দিল্লি, আগ্রা ও লাহোরের সতের শতকে নির্মিত স্থাপত্যকর্মের ছাপ পড়ে মোঘল স্থাপত্য শৈলীতে।

নামকরণ :

মসজিদটির ভিতরে মাঝের গম্বুজটি অনেক বড় ছিল। সাদা মার্বেল পাথরের গম্বুজের উপর নীলরঙা তারার নকশা যুক্ত ছিল। সেই থেকে এই মসজিদটি তারা মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

তারা মসজিদ বারান্দা :

মির্যা গোলামের সময় মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজওয়ালা, দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট (১০.০৬ মিটার) আর প্রস্থে ১২ ফুট (৪.০৪ মিটার)। আলী জানের সংস্কারের সময় ১৯২৬ সালে মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা বাড়ানো হয়। ১৯৮৭ সালে তিন গম্বুজ থেকে পাঁচ গম্বুজ করা হয়। পুরনো একটি মেহরাব ভেঙে দুটো গম্বুজ আর তিনটি নতুন মেহরাব বানানো হয়।

বর্তমান আয়াতন :

মসজিদের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট (২১.৩৪ মিটার) ও প্রস্থ ২৬ ফুট (৭.৯৮ মিটার)।

www.ahlehadeethbd.org

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বাংলাদেশের আয়তন ও সীমান

➲ বাংলাদেশের সীমারেখা কী?

উ : বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত।

➲ বাংলাদেশের আয়তন কত?

উ : ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।

➲ ১ নটিক্যাল মাইলে কত কি.মি.?

উ : ১.৮৫২ কি.মি।

➲ আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?

উ : ৯০তম।

➲ দক্ষিণ এশিয়ার আয়তনে বাংলাদেশ কততম?

চতুর্থ।

➲ বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে কতটি দেশের সাথে?

২টি। ভারত ও মিয়ানমার।

➲ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী যেলা কতটি?

৩২টি।

➲ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী যেলা কতটি?

উ : ৩০টি।

➲ মিয়নমারের সীমান্তবর্তী যেলা কতটি?

উ : ৩টি। রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও কক্সবাজার।

➲ ভারত ও মিয়ানমারের একমাত্র সীমান্তবর্তী যেলা কতটি?

উ : ১টি। রাঙ্গামাটি।

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর বিস্ময়কর কিছু স্থান

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

পৃথিবীকে আল্লাহ নানাভাবে সাজিয়েছেন। যার সৌন্দর্য মানুষকে বিমোহিত করে। রহস্য ঘেরা এমন কতগুলো স্থান আছে যা মানুষকে অবাক করে তুলে। এমনি কিছু অবাক করা সুন্দর স্থানের রহস্য নিয়ে আমাদের এ আয়োজন-

১. দ্য টুয়েলভ অ্যাপোস্টেলস, অস্ট্রেলিয়া :

মাইক্রোসফ্টের ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবিটি দেখছেন। একবারও কি প্রশ্ন জেগেছে এত সুন্দর জায়গাটি কোথায়? এটা অস্ট্রেলিয়ার দি টুয়েলভ এ্যাপোস্টেলস। বলা হয়ে থাকে প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী নেই, আর এই শিল্পটাই তার প্রমাণ। 'এপোস্টেলস'-র আভিধানিক অর্থ 'দূত কিংবা 'বার্তাবাহক'। প্রায় ২০মিলিয়ন বছর আগে ভিক্টোরিয়া স্টেটের পোর্ট ক্যাম্বেল ন্যাশনাল পার্কের কাছাকাছি সমুদ্র সৈকতে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত ১২টি চুনাপাথর কিংবা লাইম-স্টোন স্ট্যাক। সোনালী-বাদামী রঙের ১২টি লাইম-স্টোন স্ট্যাকের

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যে এখন শোভা পাচ্ছে মাত্র ৭টি। সময়ের পরিক্রমায় বাকি ৫টি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু টুয়েলভ এপোস্টেলস'র নাম আগের মতোই রয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্র সৈকতের দিকে তাকিয়ে দিনের শেষে রক্তিম আভায় সূর্যাস্তের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে মনে হয় আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্যে নির্বাচিত এপোস্টেলসরা বার্তাবাহকের আইকনিক রূপে দাঁড়িয়ে আছে।

২. স্কাই আইল্যান্ড, স্কটল্যান্ড :

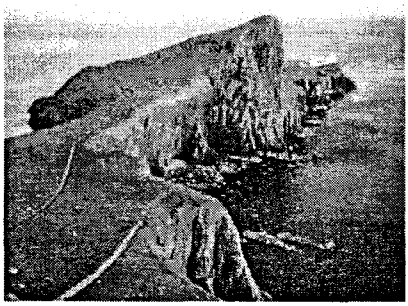

স্কাই আইল্যান্ড হচ্ছে অন্যরকম একটি সুন্দর স্থান। বিস্তৃত পর্বতমালা, ঝর্ণা, নদী, নদীর দুই ধারে ফুলে ফুলে বেগুনী রঙের পাহাড়ের সারি। এর সাথে তুলনা হয় না আর কোনকিছুর। কুইলিন পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে এই পুলগুলো। স্ফটিক স্বচ্ছ পুলের পানিতে সাঁতার কাটা একটি জনপ্রিয় কাজ এখানে। দীর্ঘ ভ্রমণের মাধ্যমেও পাড়ি জমাতে পারেন বৃদ্ধ এই পাথরখণ্ডগুলোর দিকে। সবুজ ও সুন্দর পাহাড়ের মাঝে আপনার এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হবে চিরদিনের মত স্মরণীয়। অপূর্ব সুন্দর আকাশ, পাহাড়ের পর সাজানো পাহাড়, মন হয়তো বলবে এই পথ যদি না শেষ হয়। অবশ্য যদি কষ্ট সইতে পারেন। এখানে সূর্যাস্ত দেখুন পাহাড়ের চূড়া থেকে। যেন অপার্থিব সৌন্দর্যের বুনন। শুধু ধু ধু দিগন্ত প্রসারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়, এই আইল্যান্ডে দেখা মিলবে প্রাচীন ইতিহাসেরও।

৩. ডাখস্টাইন গ্লেসিয়ার ব্রিজ, অস্ট্রিয়া :

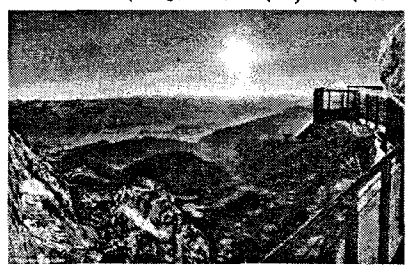

যদি উচ্চতা আপনার জন্য কোনো সমস্যা না হয়। তবে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যমালা। সীমাহীন সৌন্দর্যের দেশে কে না যেতে চাইবে? কিন্তু যাওয়ার জন্য তো জানতে হবে। হ্যাঁ যদি কখনো অস্ট্রিয়াতে যান তবে ডাখস্টাইস প্লেসিয়ার দেখতে ভুলবেন না যেন। ২৯৯৫ মিটার উচ্চতায় ডাখস্টাইস স্টেরিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত এবং একটি অত্যাশ্চর্য আলপাইনসারি আড়াআড়ি অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়ে আছে। ডাখস্টাইস থেকে অস্ট্রিয়া চেক রিপাবলিক ও উপরের দৃশ্যগুলো দেখা যায়। এখানকার সৌন্দর্যের আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে ডাখস্টাইস সাসপেনশন ব্রিজ, আরো আকর্ষণ যেমন স্কাই ওয়াক, আইস প্রাসাদ ও শুন্য থেকে সিঁড়ির একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার গ্যারান্টি দেয়া যায়। এখানে ভ্রমণ করে আপনি

www.ahlehadeethbd.org

পাবেন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত, এমন একটি দৃশ্য সঙ্গে রোমাঞ্চ যা সারাজীবন মনে রাখা যাবে।

৪. দ্য মুন ব্রিজ, তাইওয়ান :

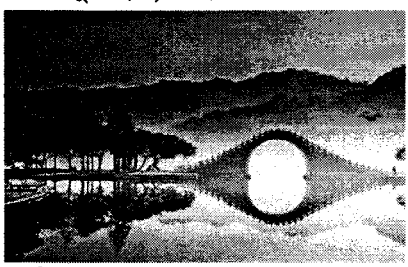

শিল্পীর কল্পনা আর কবির কবিতা কতো সুন্দর হতে পারে! আর কতোটা সুন্দরতম হতে পারে আধুনিক এনিমেশন চিত্র। সব কল্পনাকে হার মানিয়ে বাস্তব হয়ে এসেছে তাইওয়ানে দি মুন ব্রিজ। চাঁদে যাওয়ার ব্রিজ নয়। যেন রূপকথার গল্পের চাঁদে জিন-পরীদের দেশের এক অনিন্দ্যসুন্দর ব্রিজ। কাঠের সেতুটি অনেকটা বৃত্তচাপের মতো দেখতে। কিন্তু পানিতে যখন এর ছায়া পড়ে, তখন দু'টি বৃত্তচাপ এক হয়ে চাঁদের আকৃতি নেয়, যেখান থেকে এর নাম হয়েছে মুন ব্রিজ বা চাঁদসেতু। তাইওয়ানকে পশ্চিমারা বলে সুন্দর দ্বীপ। সর্বোচ্চ তিন হাযার মিটার উচ্চতাসম্পন্ন ২০০টি পাহাড় বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপটির সৌন্দর্যের কথা লিখে প্রকাশ করার মত নয়। এখানে প্রাকৃতিক অপরূপ রূপের সাথে যুক্ত কৃত্রিম এক সুন্দর রেখা। তাই সৌন্দর্য যেন এখানে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাইপের দাহু যার অর্থ বড় খাল। এই দাহু পার্কের অন্যতম সৌন্দর্য কাঠের তৈরি মুন। মুন ব্রিজটি তৈরি হয়েছে আরো পরে ১৯৯১-৯২সালে।

সাহিত্যাঙ্গন

যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

সংগ্রহে : ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➲ ক্ক = ক্+ক
কাউকে ধাক্কা দিয়ে সরানো ঠিক নয়।

➲ দ্ব = দ্+ব
'দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহূদী ও নাছারারা দেরীতে ইফতার করে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩)*।

➲ ক্ষ = ক্+ষ
আল্লাহ মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য *(মুলক ৬৭/২)*।

➲ ঙ্ক্ষ = ঙ্+ক্+ষ
'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন' *(বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮)*।

➲ ক্ষ্ম = ক্+ষ্+ম
'মিথ্যা বলা মুনাফিকের লক্ষণ' *(বুখারী হা/৩৩)*।

➲ জ্ঞ = জ্+ঞ
তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*।

www.ahlehadeethbd.org

দেশপরিচিতি

কাজাখস্তান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব কাজাখস্তান।

রাজধানী : আস্তানা।

আয়তন : ২৭,১৭,৩০০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১.৭৯ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৫%।

ভাষা : কাজাখ।

মুদ্রা : তেঙ্গে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৭০.৪%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ১০০%।

মুসলিম হার : ২%।

মাথাপিছু আয় : ২২,০৯৩ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৬৯.৬ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯১।

স্বাধীনতা দিবস : ১৬ই ডিসেম্বর।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২রা মার্চ ১৯৯২ সাল।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'

(বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩)।

যেলাপরিচিতি

মাদারীপুর

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৮৪ সালে।

সীমা : মাদারীপুর যেলার উত্তরে ফরীদপুর ও মানিকগঞ্জ, দক্ষিণে বরিশাল, পূর্বে শরীয়তপুর এবং পশ্চিমে গোপালগঞ্জ যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,১২৫.৬৯ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৪টি। মাদারীপুর সদর, শিবচর, রাজৈর ও কালকিনী।

পৌরসভা : ৪টি। মাদারীপুর সদর, শিবচর, রাজৈর ও কালকিনী।

ইউনিয়ন : ৫৯টি।

গ্রাম : ১,০৬২ টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা ও পুরাতন কুমার ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : শাহ মাদারের দরগাহ আউলিয়াপুর নীলকুঠি, পর্বতের বাগান, মাদারীপুর লেক, রাজারাম মন্দির ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : ফণীভূষণ মজুমদার (রাজনীতিবিদ), রাযিয়া মাহবুব, এম আযীযুর রহমান, রশীদ তালুকদার, সরদার আবুল ফযল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), কাযী আনোয়ার হোসেন, ডা. জোহরা বেগম কাযী, হাজী শরীয়তুল্লাহ (ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা) প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

আন্তর্জাতিক পাতা

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত স্থান

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এশিয়া	
জেরুসালেম	মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি এ তিন ধর্মের মানুষের কাছে এটি পবিত্র নগরী নামে পরিচিতি।
ভিক্টোরিয়া	হংকং এর রাজধানী। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ বন্দর এবং বস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
আভা	মিয়ানমারে অবস্থিত। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশের জন্য বিখ্যাত।
আবাদান	ইরানের একটি তেল সমৃদ্ধ শহর। পৃথিবীর বৃহত্তম খনিজ তেলের শোধানাগার এখানে অবস্থিত।
ম্যানিলা	ফিলিপাইনের রাজধানী। বৃহত্তম নগরী ও বন্দর। এখানে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IRRI) প্রধান কার্যালয়।
সিরাজ	ইরানে অবস্থিত আতরের জন্য বিখ্যাত।
ইস্পাহান	ইরানের প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্য পথের সঙ্গমস্থল।

সংগঠন পরিক্রমা

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৯ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা সোনামণি'র পরিচালক ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও অত্র শাখা সহ-পরিচালক আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল হাসীব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-জাসীম।

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১১ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় হেয়াতপুর হাফিযিয়া ও দারসে নিযামিয়া ইয়াতীমখানা মাদরাসার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। এছাড়া আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক তাওফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইবরাহীম খলীল ও জাগরণী পরিবেশন করে মাযহারুল ইসলাম।

www.ahlehadeethbd.org

খড়বোনা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোয়ালিয়া থানাধীন খড়বোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু হানীফ।

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৪ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মাঈনুল ইসলাম।

ভীমপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২০শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ভীমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলোহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তানভীর আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনীকা খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র মসজিদের মুওয়াযিযন মুহাম্মাদ মুস্তাকীম বিল্লাহ।

সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন সরিষাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

ভূগরইল শাহমখদুম, রাজশাহী ২৯শে এপ্রিল, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন হরিসারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমরান হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে শাহীনুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনীকা খাতুন।

ডাকবাংলা, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন ডাকবাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

www.ahlehadeethbd.org

'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক সোহেল রানা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ ছিয়াম।

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়াস্থ আত-তাহরীক চত্বর আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন, মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক্ব ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মাযহারুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকা 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

শিশুদের ডায়রিয়ায় কী করবেন?

খাবার ও পানির মাধ্যমে জীবাণু শরীরের ভেতর প্রবেশ করে। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়াও ডায়রিয়া, যা সাধারণত ২৪ ঘণ্টায় তিনবার বা তারও বেশীবার হয়। যদি পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হয়, তাকে ডায়রিয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। আবার পায়খানা বারবার হলেও মল যদি পাতলা না হয়, তা ডায়রিয়া নয়। সাধারণত তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় জটিলতা হচ্ছে পানিশূন্যতা। পানিশূন্যতা হলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে, এমনকি শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

এ বিষয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালের শিশু বিভাগের অধ্যাপক আল-আমীন মৃধা বলেন, মনে রাখতে হবে, শুধু মায়ের দুধ পান করে এমন শিশু অনেক সময় দিনে পাঁচ-দশবার পর্যন্ত পায়খানা করতে পারে, যা সামান্য তরল হয়, একে ডায়রিয়া বলা যাবে না। শিশু যদি খেলাধুলা করে, হাসিখুশি থাকে, তাহলে এর অন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

ডায়রিয়ার প্রকারভেদ :

১. তীব্র ডায়রিয়া : এটা হঠাৎ শুরু হয়ে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন স্থায়ী হয়। তবে কখনো ১৪ দিনের বেশী নয় এবং পায়খানার সঙ্গে কোনো রক্ত যায় না।

www.ahlehadeethbd.org

২. দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়া : পাতলা পায়খানা ১৪ দিনের বেশি স্থায়ী হলে।

৩. জলীয় ডায়রিয়া : মল খুবই পাতলা হয়, ক্ষেত্র বিশেষে একেবারে পানির মতো। মলে কোনো রক্ত থাকে না।

৪. আমাশয় বা ডিসেন্ট্রি : রক্তমিশ্রিত পায়খানা।

ডায়রিয়ার কারণ :

কতগুলো রোগজীবাণু খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে ডায়রিয়া ঘটায়। এগুলো রোটাভাইরাস, ই-কোলাই, সিগেলা, ভিবরিও কলেরা, প্যারাসাইট-এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ও জিয়ারডিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। সাধারণত খাদ্য বা পানীয়ের দ্বারা ডায়রিয়ার জীবাণু খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। এর অন্যতম মাধ্যম অপরিষ্কার হাত, গ্লাস, চামচ, বাসনপত্র বা সচরাচর ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র, মল, মাছি ইত্যাদি।

কীভাবে বুঝবেন পানিস্বল্পতা নেই :

শিশুর চোখ যদি স্বাভাবিক ও পানিসমৃদ্ধ থাকে, মুখ ও জিভ ভেজা থাকে, তৃষ্ণার্ত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পানি পান করে, পেটের চামড়া ধরে ছেড়ে দিলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়, বুঝতে হবে শিশুর পানিস্বল্পতা নেই।

এ অবস্থায় প্রয়োজন মত পানি, খাবার স্যালাইন বা লবণ-গুড়ের শরবত দেওয়া যেতে পারে।

কিছু পানিস্বল্পতা :

শিশুর অবস্থা যদি অস্থির, খিটখিটে হয়, তার চোখ যদি বসে যায়, চোখে যদি পানি না থাকে, মুখ ও জিহ্বা যদি শুকনো থাকে, যদি বেশি তৃষ্ণার্ত থাকে, পেটের চামড়া ধরে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। শিশুর শরীরে এসবের দুই বা ততোধিক চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে 'কিছু পানিস্বল্পতা'র স্তরে রয়েছে।

বেশী বেশী খাবার স্যালাইন, বুকের দুধ, ভাতের মাড়, পানি, ডাবের পানি কিংবা শুধু পানি খাওয়াতে হবে। প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পরীক্ষা করে পানি ঘাটতির স্তর নির্ণয় করে দেখতে হবে যে রোগী কোন স্তরে আছে। সে অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।

চরম পানিস্বল্পতা :

যদি অবসন্ন, নুয়ে পড়া, অজ্ঞান কিংবা ঘুম ঘুম ভাব থাকে, চোখ বেশী বসে যায় এবং শুকনো দেখায়, চোখে পানি না থাকে, মুখ ও জিহ্বা খুব শুকনো থাকে, পানি পান করতেও কষ্ট হয় কিংবা একেবারেই পারে না, পেটের চামড়া ধরে ছেড়ে দিলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। শিশুর শরীরে এসবের মধ্যে দুই বা ততোধিক চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে শিশুটি 'চরম পানিস্বল্পতা' স্তরে রয়েছে।

চরম পানিস্বল্পতা অবস্থার যরূরী চিকিৎসায় তৎক্ষণাৎ শিরায় স্যালাইন দিতে পারলে ভাল। এ জন্য শিশুকে কাছের কোনো হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

স্যালাইন বানানোর পর তা কতক্ষণ সময় পর্যন্ত খাওয়াতে পারবেন :

প্যাকেট থেকে তৈরি করা খাবার স্যালাইন ১২ ঘণ্টা ব্যবহার করা যায়। ১২ ঘণ্টা পর অবশিষ্ট থাকলেও তা ফেলে দিয়ে নতুন করে স্যালাইন তৈরি করে খাওয়াতে হবে। আবার ঘরে তৈরি করা লবণ-গুড় অথবা চিনির শরবত ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এরপর তা অবশিষ্ট থাকলেও ফেলে দিয়ে নতুন করে স্যালাইন বা শরবত তৈরি করে খাওয়াতে হবে। তরল খাবারের পাশাপাশি খাওয়ার স্যালাইন দিতে হবে। শিশুর ওরস্যালাইনের পরিমাণ হচ্ছে, প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২৪ মাসের কম বয়সী শিশুর জন্য ৫০-১০০ মিলি, ২-১০ বছর বয়সী শিশুর জন্য ১০০-২০০ মিলি এবং ১০ বছরের বেশী বয়সীদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী।

কিছু পরামর্শ :

১. যারা বুকের দুধ খায় তাদের বারবার বুকের দুধ দিতে হবে।

২. শিশু যদি বমি করে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার খাওয়াতে হবে।

৩. ডায়রিয়া ভাল হয়ে গেলেও পরবর্তী ২ সপ্তাহ শিশুকে এর কমভাবে বাড়তি খাবার প্রতিদিন দিতে হবে।

৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোনো ওষুধ শিশুকে খাওয়ানো যাবে না।

৫. ডায়রিয়া এড়াতে হলে পরিবারের সবাইকে ভাল মত হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। বিশেষত খাওয়ার আগে, শিশুকে খাওয়ানোর আগে, পায়খানা করার পর, শিশুর পায়খানা পরিষ্কার করার পর, রান্না করার আগে, খাবার পরিবেশন করার আগে অবশ্যই সাবান ও যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৬. শিশুর ও নিজের নিয়মিত নখ কাটা, প্রতিদিন গোসল, বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার আগে স্তন পরিষ্কার ইত্যাদি করা।

৭. জন্মের প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো। কেননা বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুর ডায়রিয়া হয় না, বুকের দুধ জীবাণুমুক্ত শিশুরোগ প্রতিরোধকারী। বোতলে দুধ খাওয়ালে ডায়রিয়া বেশী হয়। কারণ বোতল সব সময় পরিষ্কার রাখা কখনোই সম্ভব নয়। তবে ছয় মাস বয়স হওয়ার পর থেকে শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার পরিবারের সবাই যা খায় তা নরম করে খাওয়াতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করতে হবে এবং বাড়ির ছোট-বড় সবাইকে সেখানে মলত্যাগ করতে হবে। পায়খানায় যেন মাছি না ঢুকতে পারে এবং মল যেন ডোবা, পুকুর, নদী বা ব্যবহার করার পানির সঙ্গে না মেশে, এরূপভাবে পায়খানা তৈরি করতে হবে।

৯. ছোট শিশুদের পায়খানা বড়দের মতোই রোগ ছড়াতে পারে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশী। তাই শিশু পায়খানা করার পরপরই তা তুলে নিয়ে বড়দের বাথরুমে ফেলতে হবে। পায়খানা করার পর শিশুদের পরিষ্কার করে সেই পানিও ফেলে দিতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষা শিক্ষা

লেখাপড়া

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

অক্ষর-حَرْفٌ- Letter (লেটার)

অঙ্ক-اَلْحِسَابُ- Sum (সাম)

অঙ্কন-رَسْمٌ- Drawing (ড্রইং)

অধ্যক্ষ-مُدِيْرٌ- Principal (প্রিন্সিপাল)

অধ্যয়ন -دِرَاسَةٌ- Study (স্টাডি)

অধ্যাপক-أُسْتَاذٌ-Professor (প্রফেসর)

অনার্স -اِمْتِيَازٌ-Honours (অনার্স)

অনুচ্ছেদ-فَقْرَةٌ-Paragraph (প্যারাগ্রাফ)

অকৃতকার্য -رَاسِبٌ- Faield (ফেইলড্)

অনুপস্থিত-غَائِبٌ- Absent (অ্যাব্সেন্ট্)

অনুবাদ-تَرْجَمَةٌ-Translation (ট্রান্স্লেইশন্)

অনুশীলনী-تَمْرِيْنٌ-Exercise (এক্সারসাইজ)

অনুষদ-كُلِّيَّةٌ- Faculty (ফ্যাকাল্টি)

অভিধান-مُعْجَمٌ-Dictionary (ডিক্শনারী)

অর্থনীতি-عِلْمُ الاِقْتِصَدُ- Economics (ইকনমিক্স্)

অর্থনীতিবিদ-اِقْتِصَادِيٌّ-Economist (ইকনমিস্ট)

অলঙ্কারশাস্ত্র-عِلْمُ الْبَلَاغَةِ-Rhetoric (রেটরিক)

আইন -قَانُوْنٌ- Law (ল্য)

আচার্য-رَئِيْسٌ-Chancellor (চ্যান্সেলার)

কুইজ

১. শয়তানের যে দল ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে তার নাম কী?

উ:...

২. যদি কেউ কোন নেকীর কাজের পথ দেখায় সে কী পরিমাণ ছওয়াব পায়?

উ:...

....

....

৩. শিরক কীসের চেয়েও সূক্ষ্ম?

উ:...

....

৪. ছায়েম যদি ভুলবশত খায় বা পান করে তাহলে সে কী করবে?

উ:...

৫. ছালাতুল ঈদায়নে অতিরিক্ত তাকবীর মোট কয়টি?

উ:...

৬. রাসূল সৎ সাহচর্যকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উ:...

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার চেহারাকে কী করবেন?

উ:...

৮. অসীলা কয় ধরনের?

উ:...

৯. ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ কতটি?

উ:...

১০. আদম সন্তানের মুখ কী ছাড়া কখনোই ভরবে না?

উ:...

....

www.ahlehadeethbd.org

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে জুন ২০১৮।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. ছবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হল জান্নাত ২. তিন প্রকার ৩. পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম ৪. ইবরাহীম (আঃ) ৫. তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হবে না ৬. ইবনু দাগিনা ৭. আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন ৮. ওয়ালী মুহাম্মাদ ৯. কিউবা ১০. ১১০০ বিঘা।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ রুম্মান, ৯ম শ্রেণী
মৌলভী সোলায়মান হাফিযিয়া ও ইবতেদায়ী মাদরাসা, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২য় স্থান : রাসেল রানা, ডিগ্রী (২য় বর্ষ)
জামনগর, ষোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

৩য় স্থান : মুহাম্মাদ তুহিন, ১০ম শ্রেণী
জামনগর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম :
প্রতিষ্ঠান : শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত **'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ'**)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর সাধারণ জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

(গ) রাঙ্গামাটি যেলা : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১২ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৯শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৬শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ৮ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সোনামণি প্রতিভা

২৯তম সংখ্যা   মে-জুন ২০১৮   মূল্য : ১০/-

সোনামণি
কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
২০১৮

সিলেবাস

তারিখ : ৮ই নভেম্বর
(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

সোনামণি
(একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

সিলেবাস ডাউনলোড লিংক-
www.at-tahreek.com/site/show/1275

www.ahlehadeethbd.org